সাপ্তাহিক
মুক্তকাল
ন্যায় ও ন্যায্যতার পক্ষে

Smart Kids
জামালপুরে একমাত্র ইসলামিক ইংলিশ মিডিয়াম
Smart Planet
কিডস পার্ক
মন্টেসরি স্কুল
Pre- Play থেকে স্ট্যান্ডার্ড Four পর্যন্ত
ভর্তি চলছে
পর্যায়ক্রমে 'ও' লেভেল পর্যন্ত
ভর্তি ফরম বিতরণ ১৫ অক্টোবর ২০২৫
ক্লাস শুরু ৪ জানুয়ারী ২০২৬
ভর্তি পরীক্ষা ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
আমাদের বৈশিষ্ট্য
প্রি-স্কুলিং কার্যক্রম
আবাসিক
অনাবাসিক
কিডস পার্ক মন্টেসরি স্কুল
বানাকুড়া মোড় (পাঁচ রাস্তা থেকে ১০০ গজ পূর্ব দিকে), জামালপুর।
০১৭৯৩-৬৭৯৯৬৭, ০১৯১৩-৫৯৪৯৬৮, ০১৫৭৬৯৭৫১৭৬
www.kidsparkschool.com contact@kidsparkschool.com

জামালপুর ॥ রবিবার ২৪ আগস্ট ২০২৫ ॥ ০৯ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ॥ ২৯ সফর ১৪৪৭ হিজরী ॥ জে.এম.নং : ০৫.৪৫.৩৯০০.০১৫.১৭.০০৪.২৫.৬৯৩ ॥ বর্ষ-১ ॥ সংখ্যা-৪ মূল্য ৫ টাকা

দীর্ঘ ৮ বছর পর জামালপুর জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার: হৃদয় আহম্মেদ



দীর্ঘ ৮ বছর পর ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল ১১টায় জামালপুর শহরের বেলটিয়ায় অনুষ্ঠিত হলো জেলা বিএনপির সম্মেলন। এ সম্মেলনে জেলা বিএনপির সভাপতি হিসেবে ফরিদুল কবির তালুকদার শামীম এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এডভোকেট শাহ্ মো. ওয়ারেস আলী মামুন এককভাবে নির্বাচিত হন। তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় তারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী মো. ইকবাল হাসান মাহমুদ টুটু। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সোহেল প্রিন্স, বিএনপির কোষাধ্যক্ষ এম রশিদুজ্জামান মিল্লাতসহ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অন্যান্য নেতারা।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি ফরিদুল কবির তালুকদার শামীম এবং সঞ্চালনায় ছিলেন নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট শাহ্ মো. ওয়ারেস আলী মামুন। এসময় জেলার সাত উপজেলার নেতাকর্মীরা বিপুল উৎসাহে অংশ নেন।

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, দীর্ঘ আট বছর পর এই সম্মেলন আমাদের নতুন করে উজ্জীবিত করেছে।

নেতা-কর্মীদের ঐক্য ও ত্যাগের মাধ্যমেই আগামীর আন্দোলন সফল হবে। আজকের এই সম্মেলন শুধু নেতৃত্ব নির্বাচন নয়, বরং জামালপুর বিএনপির জন্য নতুন দিকনির্দেশনা। নবনির্বাচিত সভাপতি ফরিদুল কবির তালুকদার শামীম বলেন, জামালপুর বিএনপিকে ঐক্যবদ্ধ করে কেন্দ্রীয় আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট শাহ্ মো. ওয়ারেস আলী মামুন তার দীর্ঘ বক্তব্যে বলেন, আজকের এই সম্মেলন আমাদের জন্য ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

মাদারগঞ্জে গলায় বল আটকে শিশুর মৃত্যু

মাদারগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি

জামালপুরের মাদারগঞ্জে গলায় ম্যাজিক বল আটকে ইরামনি নামে ১১ মাস বয়সী এক কন্যা শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার সকালে উপজেলার জোড়খালী ইউনিয়নের দীঘলকান্দী গ্রামে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, সকালে ইরামনি বিছানায় বসে খেলতে খেলতে একটি ম্যাজিক বল মুখে দেয়। মুহূর্তেই বলটি গলায় আটকে যায়। পরিবারের লোকজন অনেক চেষ্টা করেও বের করতে না পেরে তাকে মাদারগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে শিশুটি মারা যায়।

শিশুটির বাবা ইব্রাহিম জানান, "আমি কাজে বাইরে ছিলাম। খবর পেয়ে দৌড়ে বাড়ি এসে দেখি আমার ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



বকশীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির নতুন কমিটি

বকশিগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির নতুন কমিটি অনুমোদন দিয়েছে জেলা বিএনপি। ১৮ আগস্ট রাতে অনুমোদিত এই কমিটির সভাপতি হয়েছেন সাবেক চেয়ারম্যান মানিক সওদাগর, আর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন জাহিদুল ইসলাম প্রিন্স।

নতুন কমিটিতে কার্যনির্বাহী সদস্য সংখ্যা ১০১ এবং উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সংখ্যা ১১, যার প্রধান বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার রিয়াজুল হক।

কমিটিতে পদাধিকারীরা হলেন- সহ-সভাপতি: হাসিবুল হক সঞ্জু, মিজানুর রহমান তালুকদার, এডভোকেট মোকাম্মেল হক, মো: মোতালেব সরকার, গাজী মোস্তাফিজুর রহমান মিস্টার, আব্দুল হামিদ, গোলাম রব্বানী, কৃষিবিদ আব্দুল্লাহ আল মোকাদ্দেছ রিপন, ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

মাদারগঞ্জে সেলাই মেশিন ও হুইল চেয়ার বিতরণ

মাদারগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি

জামালপুরের মাদারগঞ্জে অসচ্ছল ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে সেলাই মেশিন ও হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২০ আগস্ট) উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এ উপকরণ বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাদির শাহ।

এ সময় উপজেলা সমাজসেবা অফিসার ও চরপাকেরদহ ইউনিয়ন প্রশাসক তৌফিকুল ইসলাম খালেক, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. রুহুল আমিনসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উপকারভোগীদের মধ্যে রয়েছেন- বালিজুড়ী পণ্ডিতপাড়ার আলতাফুরের মেয়ে মীম, বাশদাইরের সিপনের ছেলে মোস্তাকিন, চরভাটিয়ানের বদিউজ্জামানের ছেলে রাসেল, চাঁদপুরের ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

ভাঙ্গনের কবলে সাধুরপাড়া ও মেরুরচর ইউনিয়নের পাঁচ গ্রাম : বিলীন শত স্বপ্ন

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি

জামালপুরের বকশীগঞ্জে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও জিঞ্জিরাম নদীর ভয়াবহ ভাঙনে সর্বস্ব হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে নদীপাড়ের হাজারো মানুষ।



উপজেলার সাধুরপাড়া ও মেরুরচর ইউনিয়নের অন্তত পাঁচটি গ্রাম–ঘরবাড়ি, বসতভিটা ও ফসলি জমিসহ চোখের সামনে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন নিঃস্ব হয়ে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। অথচ স্থানীয়দের হৃদয়বিদারক কান্না যেন কেউ শুনছেই না।

গত এক মাসে বহু পরিবার সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসেছে। রাতের আঁধারে নদীর গর্জনে ঘুম হারাম হয়ে গেছে ভাঙনকবলিত মানুষের।

কৃষক লুৎফর রহমান বলেন, "নদীতে পানি কম, কিন্তু ভাঙন মারাত্মক। দুটি ঘর সরিয়েছি, আরেকটি সরাচ্ছি। গরু-বাছুর, স্ত্রী-সন্তান নিয়ে দিশেহারা। ভিটেমাটি সব নদীতে চলে গেল, এখন থাকবো কোথায়? প্রশাসনের কেউ কোনো খোঁজই নিচ্ছে না।"

সাজেদা বেগম জানান, "এবার নিয়ে চারবার ঘর সরালাম। আর কতদিন এভাবে ঘর সরাবো? হাতে টাকা-পয়সাও নেই, আমরা এখন একেবারে নিঃস্ব।"

প্রতিবন্ধী আব্দুল জুব্বার বলেন, "প্রতিবার ভাঙনে জমি-ঘরবাড়ি হারাচ্ছি। মানচিত্রই বদলে যাচ্ছে এই অঞ্চলের। এখনই ভাঙন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে আমরা একেবারে পথে বসে যাবো।"

মেরুরচর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জাহিদুল ইসলাম মনজু জানান, "বহু প্রতিষ্ঠান, ঘরবাড়ি, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও গুরুত্বপূর্ণ ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



পুলিশের ওপর হামলা করে মাদক কারবারি ছিনতাই, বিএনপি নেতা গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার

জামালপুরের মাদারগঞ্জে পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে কুখ্যাত ইয়াবা ব্যবসায়ীকে ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগে বিএনপি নেতা গ্রেফতার হয়েছেন। তিনি চর পাকেরদহ ইউনিয়ন ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদ (৩৫)। তিনি ওই ইউনিয়নের পশ্চিম পাড়ার আলহাজ নুরুল ইসলামের ছেলে। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকাল ১০টায় তাকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন মাদারগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল্লাহ সাইফ। জানা যায়, চর পাকেরদহ গ্রামের কালু মন্ডলের ছেলে কুখ্যাত ইয়াবা ব্যবসায়ী নাছির চিকু (২৫) দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক আশ্রয়ে এলাকায় অবাধে মাদক ব্যবসা চালিয়ে আসছিল। গোপন ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

মাদারগঞ্জে আব্দুস সালাম তালুকদারের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

মাদারগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি

বিএনপির সাবেক মহাসচিব, জাতীয় স্থায়ী কমিটির সাবেক সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী মরহুম ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম তালুকদারের ২৬তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে।



বৃহস্পতিবার বিকেলে জামালপুরের মাদারগঞ্জের বালিজুড়ী হাইস্কুল মোড়স্থ দলীয় কার্যালয়ের সামনে উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গসহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পৌর বিএনপির সভাপতি আলহাজ মো. আব্দুল গফুর। পরিচালনা করেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান রতন।

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি এডভোকেট মঞ্জুর কাদের বাবুল খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, পৌর বিএনপির সহ-সভাপতি অধ্যাপক রকিব লিটন ও সাধারণ সম্পাদক খালেদ মাসুদ সোহেল তালুকদার।

এ সময় উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন বিএনপি এবং সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে বালিজুড়ী বাজারের প্রধান সড়কে মিছিল বের করা হয়।

আলোচনা সভা শেষে মরহুম ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম তালুকদারের আত্মার মাগফিরাত ও জান্নাত কামনায় দোয়া করা হয়।

বকশীগঞ্জে টিসিবির চাল জব্দ: অবশেষে মামলা দায়ের

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি

জামালপুরের বকশীগঞ্জে সরকারি সিলযুক্ত টিসিবির ১৬০ বস্তা চাল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন।

সোমবার বিকেলে বাট্টাজোড় ইউনিয়নের চন্দ্রাবাজ মধ্যপাড়ার আল আমিন ও সাদ্দাম হোসেনের বাড়ি থেকে এসব চাল উদ্ধার করা হয়। সহকারী কমিশনার (ভূমি) আসমা ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

চিরকালই কি অরক্ষিত থাকবে বাংলাদেশের সীমান্ত...

যোবায়ের শাহী সৈকত

বাংলাদেশ ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গ কিলোমিটারের ছোট্ট একটা দেশ। যার চারদিকে ঘিরে রয়েছে ভারত। আছে সেটাও প্রায় ২২ গুন বড়। অর্থাৎ বাইশটা বাংলাদেশের সমান আয়তন এক করলে ভারতের সমান হবে।

যেখানে এতো বড় দেশ ভারত; তাঁর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে পুরো দেশের চারপাশে নিরাপত্তা দেয়াল অর্থাৎ সীমান্ত কাঁটা তারের বেড়া দিয়েছে, সেখানে বাংলাদেশ একটা ছোট্ট দেশ হয়েও, স্বাধীনতার এতো বছর পরেও কেন কোনো একটা সরকারও এ দেশের সামান্য একটু অংশও সীমান্ত দেয়াল তৈরী করেনি? যা সত্যিই অবাক করার মতো। যেখানে দেশের পুরো সীমানাই অরক্ষিত, সেখানে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উন্নতি কোনো কাজে লাগবে না। ভারতের চেয়ে আমরা ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



শেরপুরে এনসিপির ১৫ নেতার পদত্যাগ

শেরপুর প্রতিনিধি

শেরপুরের নকলা উপজেলার জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এর সমন্বয় কমিটি থেকে একযোগে পদত্যাগ করেছেন ১৫ জন নেতা।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। পদত্যাগকারীদের মধ্যে রয়েছেন ৫ জন যুগ্ম সমন্বয়কারী ও ১০ জন সদস্য। যুগ্ম সমন্বয়কারীরা হলেন–মমিনুল ইসলাম, মনিরুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম, রাশিদুল জামান ও জসীম উদ্দীন।

আর সদস্যরা হলেন–দেলোয়ার হোসেন, সোহেল রানা, জাহাঙ্গীর আলম, সোহাগ মোল্লা, আলামিন মিয়া, রতন মিয়া, নাজমুল হাসান, সুমন মিয়া, আরিফ মিয়া ও সাদেকুল ইসলাম। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পদত্যাগকারীরা অভিযোগ করেন, উপজেলা কমিটির ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

ভ্রমণ

জোনাকি ও জোসনার সাথে জামালপুর এক্সপ্রেসে এক রাত্রি

নয়ন আসাদ



সরিষাবাড়ি স্টেশন।

বিকাল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা। দিনের আলো আর সাঁঝের আধাঁরের লুকোচুরি শুরু হয়েছে কেবল।

সঠিক সময়ের দুই মিনিট আগে ট্রেন এসে পৌঁছল স্টেশনে। অবাক লাগলেও অবাক লাগল না। নির্ধারিত সময়ে ট্রেন এসেছে বলে নির্ধারিত সময়েই পৌঁছবে - তা কে বলেছে? ট্রেনের নাম জামালপুর এক্সপ্রেস।

ভারি ব্যাগ হাতে নিয়ে ট্রেনে চড়ে আমার আগামী ৫/৬ ঘণ্টার পরম আরাধ্য বসার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলাম। এমন সময় টিটি আসলেন - টিকিট দেখতে চাইলেন। আমার টিকিট দেখাইতে আনন্দ লাগে। খুব আয়েশ করে দেখাই। মনে হয় ট্রেনযাত্রা সার্থক হইল। টিকিট চেক না করলে যাত্রাটাই মনে হয় পানশে। আপনাদের কি এমন হয়?

টিকিট দেখলেন - আগে টিটি মহোদয় কলম দিয়ে একটা দাগ দিয়ে দিতেন। এখন ডিজিটাল যন্ত্রে স্ক্যান করে চেক করেন। কলম দিয়ে দাগ দিলে যেমন ভালো লাগত তা এখন আর লাগে না। তবে চেক করেছে এই বিষয়টা ভালো লাগে।

পুরো বগিতে টিটি সাহেব দুই-তিনটা টিকিট চেক করলেন। তার সাথে তিন-চারজন পাইক-পেয়াদা সর্বদা সতর্ক। তাদের দৃষ্টি মূলত দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের দিকে। একজন একটু সাইডে ডেকে নিলেন একজনকে। সেখানে ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



কাঁকরোল খাওয়ার উপকারিতা

স্বাস্থ্য ডেস্ক

প্রাকৃতিক সবজিগুলোর মধ্যে কাঁকরোল একটি গুরুত্বপূর্ণ ও পুষ্টিগুণে ভরপুর সবজি। আমাদের দেশে বর্ষাকালে এই সবজিটি সহজলভ্য হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন রকম রান্নায় ব্যবহার হয়ে থাকে। কাঁকরোল দেখতে অনেকটা ছোট করলার মতো হলেও এর স্বাদ আলাদা এবং এটি তিতো নয়।

পুষ্টিগুণ ও ঔষধিগুণে ভরপুর এই সবজিটি স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

কাঁকরোল খাওয়ার উপকারিতা

পাচন শক্তি বৃদ্ধি করে:

কাঁকরোলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আঁশ (ফাইবার), যা হজমে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সহায়ক।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে:

কাঁকরোল রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে, তাই এটি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী।

ওজন কমাতে সহায়ক:

কম ক্যালোরি এবং উচ্চ ফাইবারযুক্ত কাঁকরোল দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে, ফলে অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়:

এতে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকায় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

রক্ত পরিশোধন করে:

কাঁকরোল রক্ত বিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে এবং ত্বকের রোগ কমায়।

চোখের জন্য উপকারী:

এতে থাকা ভিটামিন এ দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে সাহায্য করে।

লিভারের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে:

কাঁকরোল লিভারের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে এবং শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে।

সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য খাদ্যাভ্যাসে পুষ্টিকর সবজি অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি।

কাঁকরোল এমন একটি সবজি যা আমাদের শরীরের জন্য নানাভাবে উপকারী। নিয়মিত কাঁকরোল খাওয়ার মাধ্যমে শরীর সুস্থ রাখা সম্ভব। তাই, এই সহজলভ্য কিন্তু গুণে ভরপুর সবজিটি আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।



বকশীগঞ্জে দুই বাড়ি থেকে ১৬০ বস্তা সরকারি চাল জব্দ

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি

জামালপুরের বকশীগঞ্জের বাট্টাজোড় ইউনিয়নের চন্দ্রাবাজ মধ্যপাড়া এলাকায় দুই ব্যক্তির বসতবাড়ি থেকে সরকারি খাদ্য সহায়তার ১৬০ বস্তা চাল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন।

সোমবার (১৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) আসমা উল হোসনা পুলিশ নিয়ে অভিযান চালিয়ে এসব চাল জব্দ করেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গোপনে এসব সরকারি চাল সংগ্রহ করে বাড়িতে মজুত করা হয়েছিল। এলাকাবাসীর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রশাসন ঘটনাস্থলে পৌঁছে চালগুলো জব্দ করে বকশীগঞ্জ থানার হেফাজতে রাখে।

জানা যায়, ওই গ্রামের আজগর আলীর ছেলে আল আমীন ও আক্কাছ আলীর ছেলে সাদ্দাম আলীর বাড়িতে চালগুলো মজুত ছিল। অভিযানের সময় তাদের বাড়িতে পাওয়া যায়নি। সহকারী ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

সাপ্তাহিক মুক্তকাল

ন্যায় ও ন্যায্যতার পক্ষে

জামালপুর ॥ রবিবার ২৪ আগস্ট ২০২৫ ॥ ০৯ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ॥ ২৯ সফর ১৪৪৭ হিজরী ॥ জে.এম.নং : ০৫.৪৫.৩৯০০.০১৫.১৭.০০৪.২৫.৬৯৩ ॥ বর্ষ-১ ॥ সংখ্যা-৪



মাদারগঞ্জে মৃত প্রায় মৃৎশিল্প

এ.আজিজ জামালী



মাটির পাতিল ভাত খাবার শানকি–
আর কখনো চলবে কি"?
হ্যাঁ। আগে ঠিকই চলেছে। আজ থেকে তিন চার দশক আগেও এই জনপদের গ্রামাঞ্চলে মাটির তৈরি নিত্য প্রয়োজনীয় বাসন-কুসনের ঢের ব্যবহার ছিল।
বৃটিশ আমল থেকে দেশ স্বাধিনের পাঁচ দশ বছর পরেও মাটির তৈরি ভাত খাবার শানকি,অজু-গোসল টয়লেটে ব্যবহার হতো বদনা,পানি রাখার চাড়ি,হাঁড়ি,কলসি,
দানাদার শষ্য রাখার জালা-কুলা,বাড়িতে বাড়িতে পানির জন্য পাটকূয়াসহ এই মৃৎশিল্পের দ্রব্যাদি যুগ যুগ ধরে চলমান ছিল। গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি ও সভ্যতার উল্লেখ যোগ্য উন্নতি হওয়ায় এখন এই
শিল্পের পেশাদারিত্বে অভুত পূর্ব ভাটা পড়েছে। মাদারগঞ্জ উপজেলার বালিজুড়ী বাজার থেকে উপজেলা পরিষদের মাঝা মাঝি স্থানে পাল পাড়া বা কুমোর বাড়িতে এই মৃৎশিল্পের জমজমাট গৃহস্থলি ছিল হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায়। আধুনিক যুগে এসব সামগ্রির ব্যবহার খুব একটা দেখা যায়না। এখন শুধু পাকা টয়লেট নির্মাণে সো-কল পাটকূয়াতে মাটির পাট,চারা গাছ রোপণের জন্য টবের খুটি,দই রাখার ডুগা,পয়লা বৈশাখে ইলিশ পান্তা ভাত খেতে শানকি, কদাচিৎ হাঁড়ি পাতিল এই শিল্পের দ্রব্যাদির ব্যবহার এখনো লক্ষনীয়।
কয়েক বছর আগেও
জামালপুর-৩ আসনের সাবেক এম,পি এবং মন্ত্রি মির্জা আজমের পিতা মির্জা আবুল কাশেম সাহেবের কুলখানি অনুষ্ঠানে লক্ষাধিক মানুষের আয়োজনে জামালপুরের সংস্কৃতি? গরু গোশ্তের মিল্লিভাত ঢাকা থেকে আমন্ত্রিত রাজণ্যবর্গ হেলিকপ্টার যোগে এসে এই শানকিতেই দাওয়াত খেয়ে গেছেন। যদিও এই বিপুল পরিমান শানকী ট্রাক দিয়ে অন্য জায়গা থেকে আমদানি করা হয়েছিল।
শত শত বছর ধরে পূর্ব পুরুষদের এই পেশায় নিয়োজিত পাল পাড়ার অধিবাসি
গোবিন্দ ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

মেলান্দহে ধর্ষণের অভিযোগে ইউপি সদস্য গ্রেপ্তার

মেলান্দহ (জামালপুর) প্রতিনিধি

জামালপুরের মেলান্দহে জেঠার বিরুদ্ধে ভাতিজিকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ইউপি সদস্যকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।
ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার ৬নং আদ্রা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের মালিকা ডাঙা গ্রামে।
ভুক্তভোগীর অভিযোগ, গত ১৩ আগস্ট (বুধবার) সকাল ১১টার দিকে স্বামী লাল মিয়া বাড়িতে না থাকার সুযোগে তিন সন্তানের জননী হাসি বেগমকে (২৫) ভয়ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে তার জেঠা ও ওই ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য বানু মিয়া (৫০)।
ভুক্তভোগীর স্বামী লাল মিয়া জানান, তিনি জীবিকার তাগিদে অটো চালাতে বের হলে এ ঘটনা ঘটে। বৃষ্টির ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

দুই প্রধানের দ্বন্দ্বে ব্রাইট স্কুল বন্ধের নির্দেশ

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি



জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার বাট্টাজোড় ইউনিয়নের জিন্নাহ বাজারে অবস্থিত ব্রাইট স্কুলকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলছে স্থানীয় দুই শিক্ষাপ্রধানের মধ্যে। এ ঘটনার জেরে উপজেলা প্রশাসন থেকে প্রতিষ্ঠানটির একাডেমিক কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
জানা গেছে, ব্রাইট স্কুলের পরিচালক ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও পাশ্ববর্তী বাট্টাজোড় নগর মামুদ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মামুনুর রশিদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেয়া একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে বিরোধের সূত্রপাত হয়। একে অপরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনতে থাকেন তারা। এরই ধারাবাহিকতায় কিছুদিন আগে ব্রাইট স্কুলের পরিচালক ইসমাইল হোসেন সিরাজী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মাসুদ রানার বরাবর প্রধান শিক্ষক মামুনুর রশিদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ইউএনও'র তদন্তে অভিযোগটি প্রাথমিকভাবে অসত্য প্রমাণিত হলে, বরং ব্রাইট স্কুলের বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাডেমিক নীতিমালা ভঙ্গ করে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অভিযোগ উঠে আসে।
এর পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ব্রাইট স্কুলের একাডেমিক কার্যক্রম প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ন্যূনতম ২ কিলোমিটার দূরত্ব বজায় রাখা বাধ্যতামূলক। কিন্তু ব্রাইট স্কুল ও নগর মামুদ ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

সাবেক এমপি আবুল কালাম আজাদের পিএস গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার

জামালপুর-৫ (সদর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদের ব্যক্তিগত সহকারী মিজানুর রহমানকে আটক করেছে পুলিশ।
সোমবার (১৮ আগস্ট) জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জামালপুর সদর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু ফয়সল মো. আতিক।
জানা গেছে, ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে নৌকা প্রতীক

বকশীগঞ্জে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা



বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ উদ্যাপন উপলক্ষে জামালপুরের বকশীগঞ্জে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর ১২টায় উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয়।
র‍্যালিটি উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়কসমূহ প্রদক্ষিণ করে। পরে উপজেলা পরিষদ হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হোসনে আরা খাতুনের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) আসমা উল হুসনা।
সভায় আরও বক্তব্য দেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. সাদিয়া আফরিন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম, বকশীগঞ্জ ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

বকশীগঞ্জে জমি দখল ও হত্যার হুমকির প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

বকশিগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি

জামালপুরের বকশীগঞ্জে ক্রয়কৃত জমি ও বসতভিটা জোরপূর্বক দখল এবং হত্যার হুমকির ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী পরিবার।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকাল ১১টায় উপজেলা প্রেসক্লাবে ভুক্তভোগী শামসুর রহমান ও তার স্ত্রী শাহানাজ বেগম সংবাদ সম্মেলন করেন।
শামসুর রহমান জানান, "বকশীগঞ্জ পৌর শহরের পাখিমারা সর্দারপাড়া, রাজেন্দ্রগঞ্জ মৌজায় ২০১৬ সালে গাজী রহমানের কাছ থেকে ৫.৫ শতাংশ জমি ক্রয় করেছি। আমার নামের খাজনা, পৌরকর পরিশোধসহ জমিতে বসত ঘর নির্মাণ ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



বকশীগঞ্জে বিএনপির মতবিনিময় সভা

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি

জামালপুরের বকশীগঞ্জে নবগঠিত উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে উপজেলা সদরের কাঠ গোলাপ রেস্টোরেন্টে এ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির নবনির্বাচিত সভাপতি আলহাজ্ব ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

সরিষাবাড়ীতে অস্ত্র ও ইয়াবাসহ আটক ৩

সরিষাবাড়ী (জামালপুর) প্রতিনিধি

জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে তারাকান্দিতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে দেশীয় অস্ত্র, ইয়াবা ও নগদ টাকাসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) ভোরে তারাকান্দি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে পোগলদিঘা ইউনিয়নের কান্দারপাড়া বাজার এলাকায় এ অভিযান চালায়।
আটকৃতরা হলেন- আরামনগর বাজারের রাউফুল ইসলাম ডিউক, আরামনগর হাজীবাড়ির রেজা একরামুল হাসান নাইম এবং পিংনা গোপালগঞ্জহাট এলাকার মো. পিয়াস। গোপন সংবাদে জানা যায়, সেখানে অস্ত্র ও মাদক কেনাবেচা চলছে। অভিযানের সময়
▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বকশীগঞ্জে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলায় বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেলে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আয়োজনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।
অনুষ্ঠানে উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড থেকে আগত স্বেচ্ছাসেবক দলের অসংখ্য নেতা-কর্মী অংশ নেন। একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বকশীগঞ্জ পৌর শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
পরে উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলহাজ্ব মানিক সওদাগর। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম প্রিন্স, পৌর বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

সরিষাবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থী নিহত

সরিষাবাড়ী (জামালপুর) প্রতিনিধি

জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ইব্রাহিম হোসেন সঞ্চয় (১৫) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে।
বুধবার (২০ আগস্ট) রাত সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার মহাদান ইউনিয়নের করবাড়ী মোড় এলাকায় একটি অটোভ্যান ও ফার্নিচারবাহী পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সঞ্চয় উপজেলার কুটুরিয়া এলাকার তৈয়ব আলীর ছেলে। তিনি ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



সরিষাবাড়ীতে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালিত

সরিষাবাড়ী (জামালপুর) প্রতিনিধি

"অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি" স্লোগানকে সামনে রেখে জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ পালিত হয়েছে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তরের আয়োজনে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এ সপ্তাহ উদযাপন করা হয়।
কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকালে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়, যা শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মোহছেন উদ্দিন। সভাপতিত্ব করেন উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা দেবযানী ভৌমিক। সঞ্চালনা করেন উপজেলা মাধ্যমিক একাডেমিক অফিসার রুহুল আমিন বেগ। আলোচনা সভায় বক্তারা দেশি মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন।
তারা বলেন, মাছের উৎপাদন বাড়লে জাতীয় অর্থনীতিও সমৃদ্ধ হবে।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



মাদারগঞ্জে মৎস্য সপ্তাহের র‍্যালি ও পুরস্কার বিতরণ

মাদারগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি

"অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষে জামালপুরের মাদারগঞ্জে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার দুপুর ২টায় উপজেলা চত্বর থেকে একটি র‍্যালি বের হয়ে শেষ হয় উপজেলা পুকুর প্রাঙ্গণে, যেখানে চারা মাছ অবমুক্ত করা হয়।
পরে খরকা হলরুমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদারগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাদির শাহ।
সভাপতিত্ব করেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.) জাকির হোসেন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. রিজভী আহম্মেদ, উপজেলা প্রকৌশলী গোলাম কিবরিয়া ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

আ.লীগ কর্মীর বাড়িতে মিলল যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ

জাবির আহম্মেদ জিহাদ

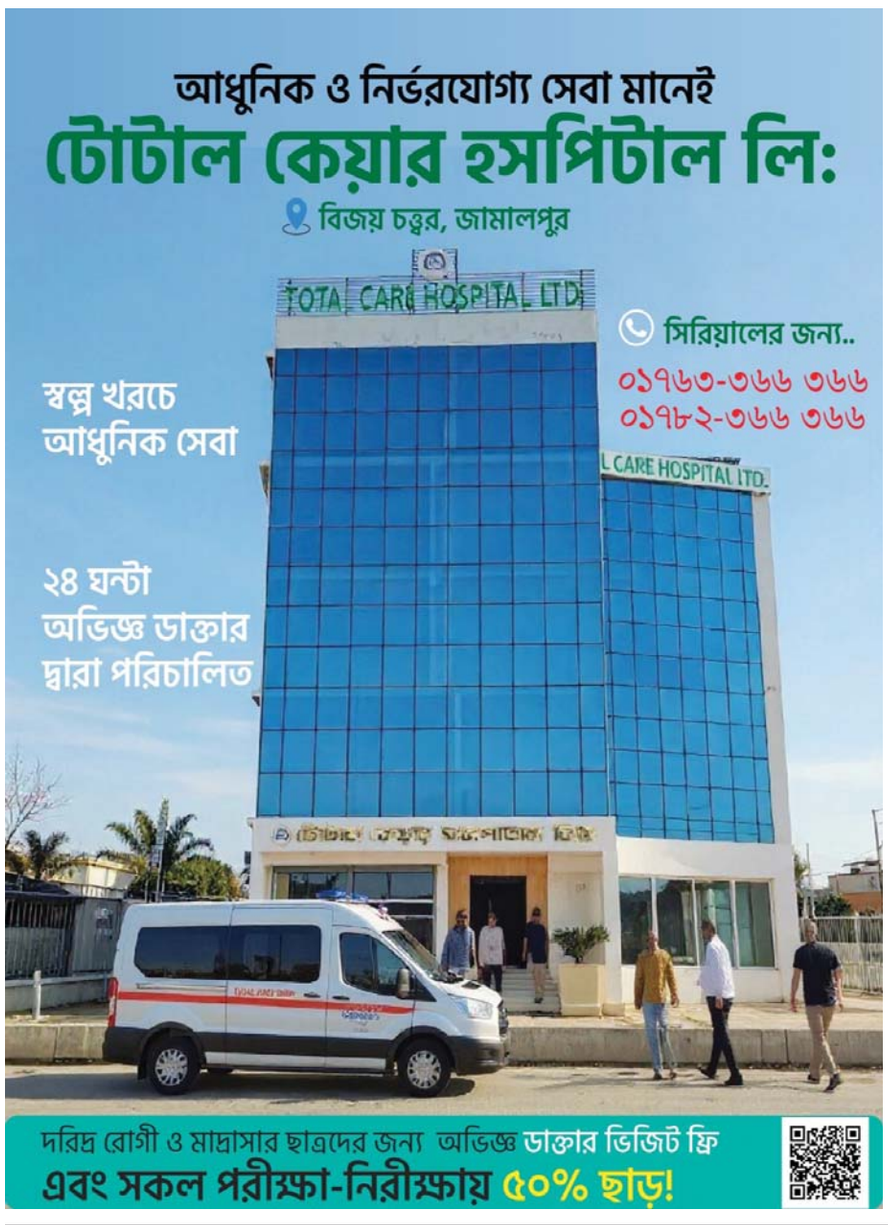
জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলায় আওয়ামী লীগ কর্মীর ভাড়া বাড়ি থেকে অটল পাহালোয়ান (৩৫) নামে এক যুবকের অর্ধগলিত ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) সকালে উপজেলার চিনাডুলী ইউনিয়নের আমতলী বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত অটল পাহালোয়ান চিনাডুলী ইউনিয়নের বলিয়াদহ গ্রামের মৃত সোনা পাহালোয়ানের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বগুড়ায় বসবাস করছিলেন। স্থানীয়রা জানান, ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



মাদারগঞ্জে গণঅধিকার পরিষদের উদ্যোগে প্রীতি ফাইনাল ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার, সাইদুর রহমান

জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলায় গণঅধিকার পরিষদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক জমজমাট প্রীতি ফাইনাল ফুটবল ম্যাচ, যা স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য হয়ে ওঠে এক আনন্দঘন উৎসব।
গত ২২ আগস্ট, শুক্রবার বিকাল ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন





উপদেষ্টা সম্পাদক- নয়ন আসাদ, সম্পাদক-মোহাম্মদ আলী, নির্বাহী সম্পাদক- আতিকুর রহমান, সাহিত্য সম্পাদক- আমিনুল ইসলাম, প্রকাশনা সম্পাদক- আব্দুল হালিম। মুক্ত মিডিয়া ইনিশিয়েটিভের পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক বানাকুড়া মোড় জামালপুর থেকে প্রকাশিত ও শিহাব অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, জামালপুর থেকে মুদ্রিত, বার্তা-বাণিজ্য ও সম্পাদকীয় কার্যালয়- বানাকুড়া মোড়, জামালপুর-২০০০, মোবাইল-০১৭৯৩৬৭৯৯৬৭,
বিজ্ঞাপনের জন্য- ০১৮৭৭৪৪৩৩১৪, ই-মেইল: muktokal@gmail.com, Web: www.muktokal.com

সম্পাদকীয়

শিক্ষার অবক্ষয়

কারণ ও উত্তরণের পথ

প্রতিটি সমাজেরই কোনো না কোনো অংশে ক্ষয় দেখা দেয়। এটিই বৈশ্বিক বাস্তবতা, তবুও নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে আগামী প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে, দেশকে এগিয়ে নিতে সমৃদ্ধির পথে। দেশের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রতি দেশবাসীর যে অগাধ আস্থা-বিশ্বাস ছিল তা আজ ম্রিয়মান, অস্তাচলগামী।

ভর্তি বাণিজ্য, কোচিং বাণিজ্য, শিক্ষক-স্টাফ নিয়োগ, কমিটি গঠন, পদায়ন সর্বত্রই এক অরাজকতা চলমান। দেখার যেন কেউ নেই, জবাবদিহিতার কোনো অবকাশ নেই। অনিয়মই যেন নিয়ম, এ অবস্থা একটি জাতির সামগ্রিক কল্যাণ, অগ্রগামিতা ও সমৃদ্ধির পথে প্রচন্ড রকম অন্তরায়।

কোমলমতি শিশু, কিশোর তরুণরা মানসিকভাবে আঘাতগ্রস্ত হচ্ছে। আগামী প্রজন্মের শিশু-কিশোর, তরুণদের সুকুমার বৃত্তির ব্যাঘাত ঘটছে।

দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা এ অব্যবস্থাপনা শিক্ষার পরিবেশকে ব্যাহত করছে। এ বিষয়ে দেশের তদারক প্রতিষ্ঠানগুলো যেন এক প্রকার নির্বিকার, নির্জীব। অতি সম্প্রতি ঢাকার ন্যাশনাল হাসপাতালে একজন শিক্ষার্থীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পুরোন ঢাকার শতবর্ষী এক স্কুলে হামলা করে কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র। পরীক্ষা ও শিক্ষা কার্যক্রম ১৩ দিন বন্ধ থেকে পুনরায় ৭ ডিসেম্বর চালু হয়। ছাত্রদের হামলায় বেশ কটি শ্রেণি কক্ষ, অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুষ্ট ছাত্ররা ক্যান্টিনে হামলা করে ক্যাশের টাকা-পয়সা লুটে নেয়। যারা আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়বে, দেশকে বহুদূর এগিয়ে নেবে, বিশ্ব দরবারে জাতির মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে ভ্যানগার্ড হবে। আমাদের সেই সকল কোমলমতি ছাত্রদের এমন আচরণ জাতির জন্য এক অশনিসংকেত।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রায় গত দুই যুগ ধরেই শিক্ষার অতিমাত্রায় বাণিজ্যমুখিতা, অভিভাবকদের করেছে নিদারুণ অসহায়। রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী এ স্কুল-কলেজ গুলোর প্রতিটিতে ২০-৩০ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে।

শত কোটি টাকার বেতন-ভাতা, ভর্তি ও কোচিং বাণিজ্য, ডোনেশন নামের অর্থ আদায়ের অপসংস্কৃতি, যা ঘুণে ধরা সমাজকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে বহুকাল ধরে। সমাজ বিধ্বংসী এ নোংড়া প্রথা থেকে বের হয়ে আসা এখন সময়ের দাবি। বাবা-মা তাদের আদরের সন্তানদের ভালো একটি স্কুলে ভর্তি করাতে ৫-৭ লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে প্রস্তুত, শুধু সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে। যা একটি জাতির শিক্ষা নৈতিকতা কোন পর্যায়ে পৌছেছে তা খুব সহজেই অনুমেয়।

অভিভাবক হিসেবে আমাদের অসম প্রতিযোগিতা পূর্ণ অস্থির মানসিকতার অপনোদন ঘটাতে প্রয়োজন। তথাকথিত সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে গিয়ে আমরা আমাদের সন্তানদের সুকুমার বৃত্তির সলিল সমাধি করছি। অধিকাংশ শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে পূর্ণাঙ্গ মনোযোগ নেই। তারা অর্থ উপার্জনে কোচিং বাণিজ্যে নিমগ্ন।

সমকালীন বাস্তবতায়, বর্তমান জাতীয়-আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে, আর্থ সামাজিক প্রেক্ষিতে বাজারদরের উর্ধ্বগতি চলমান। জীবন ধারণ পদ্ধতির প্রতিনিয়ত পরিবর্তন কোনো অংশে কম দায়ী নয়। এ বিষয়গুলো সামনে রেখে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সরকারের উর্ধ্বতন নীতি নির্ধারকগণ সুনজর দেবেন আগামী প্রজন্মকে বাঁচাতে। সংবাদপত্রে প্রকাশ, শুধু শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে স্কুল কমিটির নীতি-নির্ধারকগণ ৩০০ কোটি টাকা হাতিয়েছেন।

আগামীর বাংলাদেশের জন্য সুস্থ জাতি বিনির্মাণে তরুণ প্রজন্মের কান্ডারীদের মাঝে সুশিক্ষার প্রকৃত আলোর-বাতাবরণ তৈরিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও দুদকের অনুসন্ধান প্রয়োজন, শিক্ষার মান ধরে রাখার লক্ষ্যে। শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই রুটিন বাণিজ্যের কথা শোনা যায়। মানুষ গড়ার কারিগরদের মানসিকতা যদি এমন হয় তবে জাতি পথ হারাবে সুনিশ্চিত।

টিউশনি ও কোচিং এ অধিক চাহিদাসম্পন্ন বিষয়গুলোর শিক্ষকগণ অর্থ উপার্জনে অসম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। শিক্ষকদের মাঝে মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব তৈরি হয়, যার নেতিবাচক প্রভাবে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সরকার কর্তৃক ২০১৩ সালে প্রণীত কোচিং-টিউশনি নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ দৃশ্যমান নয়।

বারবার শিক্ষা কারিকুলাম পরিবর্তন ও সংস্কারের ফলে নতুন এ পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে অসুবিধা হচ্ছে ছাত্র-শিক্ষদের। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমন অস্থিশীল পরিবেশ ৫ আগস্ট বিপ্লব পরবর্তী পর্যায়ে খুব বেশি দৃশ্যমান। যা গত দেড় দশকের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করেন দেশের শিক্ষাবিদগন।

সুশিক্ষা একটি জাতির মেরুদন্ড। একটি স্বপ্ন বিজয়ী জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে কিছু সুদূরপ্রসারী কর্ম- পরিকল্পনা প্রণয়ন জরুরি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অঞ্চলভিত্তিক ও পার্শ্ববর্তী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, অভিভাবক প্রতিনিধি, সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ এবং স্থানীয় শিক্ষাবান্ধব তরুণ রাজনীতিবিদদের সমন্বয়ে তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে কমিটি গঠন করা যেতে পারে। তরুণ শিক্ষার্থীদের মানসিক উন্নয়নে প্রতিটি স্কুলের একজন সাইক্যাট্রিক নিয়োগ দেওয়া।

ভারতবর্ষে পশ্চিমা আধুনিক শিক্ষার অনুপ্রবেশ ইউরোপিয়দের হাত ধরে। ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায় ১৬শ' শতকের দিকে পাশ্চাত্যের বণিক শ্রেণির লোকেরা উপমহাদেশের এই অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য আসে, সঙ্গে নিয়ে আসে তাদের কৃষ্টি-কালচার ও আঞ্চলিক প্রথার কলোনিয়াল উপাদান।

তাদের সঙ্গে আসেন পরিবারের সদস্য ও পুরোহিত-পাদ্রীগণ। ভাষা ও সংস্কৃতির ভিন্নতার কারণে তারা তাদের সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও বাণিজ্যিক স্বার্থে স্থানীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে বাধাগ্রস্ত হয়।

স্থানীয় জনগণের সাথে ব্যবসায়িক স্বার্থে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাদ্রীদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে চার্চের ব্যবস্থাপনায় কিছু পাঠশালা প্রকৃতির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সময়ের ব্যবধানে ব্যবসায়িক ও ধর্মীয় স্বার্থে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায় এবং বসতি স্থাপন করে।

১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর ইংরেজ বেনিয়া শ্রেণীর শাসনের সূত্রপাত হয় বাংলা, বিহার ও উরিশ্যা অঞ্চলে।

মুসলিমদের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার পর তৎকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দের দাবীর মুখে ১৭৮০ সালে কলিকাতা আলীয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে। যদিও ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল থেকেই দরসে নেজামীর শিক্ষা পদ্ধতি বিরাজমান ছিল। ছিল টোল ও মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কৃতি, এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি কিছু জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়াদি পগানো হতো। দরসে নেজামী শিক্ষা কাঠামোর সাথে যোগ হয় ব্রিটিশ প্রবর্তিত আলীয়া পদ্ধতি।

কালের স্রোতে বহুঘাত প্রতিঘাত মাড়িয়ে ১৮৩০ সালে ব্রিটিশ ভারত সরকার একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। এই নীতিমালার আলোকে ১০ এপ্রিল ১৮৩৫ সালে লর্ড বেন্টিকের নিকট এক বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলা অঞ্চলের জনবহুল শহরগুলোতে ইংরেজি ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কিছু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রস্তাব দেয়া হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৫ জুলাই ১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল। এ স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঢাকা ও তদঞ্চলীয় জন মানসপটে এক রেনেসাঁ তৈরি হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষানুরাগী তরুণরা ছুটে আসে ঢাকায়। জ্ঞানপিপাসু বঙ্গদেশীয় যুব সমাজ স্বাদ পেতে শুরু করে পাশ্চাত্যের কলা বিজ্ঞান, সমাজ তত্ত্ব, দর্শন ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের।

শিক্ষা যতই এগিয়ে যায়, পাল্টে যেতে থাকে সমাজের চালচিত্র। সে সময়ের গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড এবং "জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন" বড় বড় শহরগুলোতে কেন্দ্রীয় কলেজ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। যে কলেজগুলোতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে উচ্চতর ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হবে। ১৮৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত ইংলিশ স্কুলকে কলেজে রূপান্তর করা হয়। পূর্ব বাংলায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে, পশ্চিমা আধুনিক শিক্ষার মিছিলে শামিল হয় রংপুরে কারমাইকেল কলেজ, পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ, খুলনার বিএল কলেজ, বরিশালের বিএম কলেজ, কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ।

ঢাকা হয়ে ওঠে জ্ঞানের রাজধানী এবং পূর্ববাংলার ইংরেজি শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। সময়ের হাত ধরে জাতির প্রয়োজনে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ অঞ্চলে খুব দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের ফলে, ঢাকার বাইরে থেকেও ছাত্ররা এ শহরে এসে থিতু হয়। পূর্ববাংলার স্কুল-কলেজ পরিদর্শক দল তাদের এক প্রতিবেদনে (১৮৫৯-৬০ইং) বলেন, ঢাকার স্কুল ও কলেজে যা পড়ানো হয়, তা মানের দিক থেকে লন্ডনের স্কুল-কলেজের সমতুল্য।

ছাত্রদেরকে জ্ঞানের পাঁচটি শাখায় পরীক্ষা দিতে হতো। তাদেরকে পড়ানো হতো, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল-প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গণিত ও নৈতিক শিক্ষা। এই বিষয়গুলোর পড়াশোনার মান ছিল অত্যন্ত উঁচু। সব বিষয়ে ছাত্রদের পাস করতে হতো, কোনো এক বিষয়ে আকৃতকার্য হলে প্রমোশন দেওয়া হতো না।

পাশাপাশি ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি মাদরাসা ও টোল শিক্ষাও ছিল চলমান।

তৎকালীন শিক্ষানুরাগী মুসলিম নেতৃবৃন্দের দাবীর মুখে আরবী ও ফার্সী সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সে সময়ের প্রতিষ্ঠানগুলো মানরক্ষায় ছিল আপোসহীন। ঢাকার ঐতিহ্যবাহী স্কুল ও কলেজ গুলোর শিক্ষার প্রতিটি স্তর ছিল আন্তর্জাতিক মানে উত্তীর্ণ। শুধু রাজধানী ঢাকায় নয়, ব্রিটিশ বাংলায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি প্রাচীন স্কুল ও কলেজে শিক্ষার মানের যে ঐতিহ্য ছিল তা ফিরিয়ে আনতে হবে। দেশ-জাতির কল্যাণে প্রতিষ্ঠানগুলো যেন আবারও তার ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখতে পারে। বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরেই বাংলাদেশের শিক্ষার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বেহাল দশা। দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা অনিয়মই এখন নিয়ম।

সব আমলেই অতি দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতির কারণে মেধাবীরা শিক্ষাবিমুখ হয়েছে বারংবার। রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী স্কুল-কলেজ গুলোর শিক্ষার মান ধরে রাখতে বন্ধ হোক কোচিং বাণিজ্য, ভর্তি বাণিজ্য, তদবির বাণিজ্য, স্বজনপ্রীতি এবং পদোন্নতিতে বন্ধ হোক জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন।

দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে কমিশন গঠন করে তাদের সুচিন্তিত মতামতের আলোকে আশু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। মনে রাখতে হবে এ ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকেই আন্তর্জাতিক মানের স্কলার বিজ্ঞানীদের শিক্ষা জীবনের অভিষেক হয়েছে, যারা আজ দ্যুতি ছড়ায় দুনিয়া জুড়ে।

শিশুদের স্মার্টফোন আসক্তি: করণীয় ও বিকল্প



মোহাম্মদ আলী

বাংলাদেশের সমাজ এখন দ্রুত পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। শহর থেকে গ্রাম–প্রতিটি পরিবারেই স্মার্টফোন প্রবেশ করেছে, অনেক ক্ষেত্রেই এটি প্রয়োজনের তুলনায় আসক্তির পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। আগে যেখানে শিশুদের বিকেল মানেই মাঠে খেলা, বন্ধুদের সাথে গল্প কিংবা বই পড়া ছিল, এখন তা বদলে গেছে ইউটিউব ভিডিও, টিকটক কিংবা অনলাইন গেমসে। অনেক অভিভাবকই অভিযোগ করেন–সন্তান পড়াশোনায় মনোযোগী হচ্ছে না, রাত জেগে ভিডিও দেখে, আবার দিনের বেলা ঘুমে ঢুলছে। শুধু তাই নয়, শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য, দৃষ্টিশক্তি, আচরণ এমনকি পারিবারিক সম্পর্কেও এর নেতিবাচক প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এই প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন হলো–সন্তানকে কীভাবে স্মার্টফোন থেকে দূরে রাখা যায়? সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা অনেক সময় কার্যকর হয় না, আবার অতিরিক্ত স্বাধীনতা দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তাই প্রয়োজন সুষম নিয়ন্ত্রণের, যেখানে অভিভাবকের স্নেহ, ধৈর্য ও কৌশল একসাথে কাজ করবে।

বাংলাদেশে ইতোমধ্যে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে যে, স্মার্টফোনে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করা শিশুর শেখার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা গেছে–যেসব শিক্ষার্থী দিনে তিন ঘণ্টার বেশি মোবাইলে সময় কাটায়, তাদের পরীক্ষার ফলাফল তুলনামূলকভাবে খারাপ হয়। শুধু তাই নয়, তারা সহজে রাগান্বিত হয়, সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং পারিবারিক সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হয়।

কিন্তু সমস্যা যেহেতু আমাদের ঘরে, সমাধানও শুরু হতে হবে ঘর থেকেই। প্রথমত, অভিভাবকদের নিজেদের ফোন ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। সন্তানকে বলছি, "ফোনে খেলো নাচ অথচ মা-বাবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেসবুক বা ইউটিউবে ডুবে আছেন–এমন বৈপরীত্য শিশু দ্রুত বুঝে ফেলে।



তাই ঘরে একটি "ফোন-ফ্রি টাইমচ তৈরি করা যেতে পারে। যেমন–রাতে সবাই একসাথে খাওয়ার সময় বা পরিবারের সাথে বসার মুহূর্তে কেউ ফোন ব্যবহার করবে না। এই ছোট্ট নিয়ম ধীরে ধীরে সন্তানকে বুঝতে শেখাবে, ফোন জীবনের কেন্দ্র নয়, বরং একটি যন্ত্র মাত্র।

দ্বিতীয়ত, শিশুদের জন্য বিকল্প বিনোদন তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। আমরা অনেক সময় বলি, "ফোন ছেড়ে খেলতে যাও।" কিন্তু বাস্তবে তাদের জন্য নিরাপদ খেলার মাঠ নেই, কিংবা আকর্ষণীয় বই ঘরে নেই। ফলে তারা আবার ফোনেই ফিরে যায়। শহরে ছোট ছোট খেলাঘর, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বা খেলাধুলার ক্লাব তৈরি করা গেলে শিশুদের জন্য ফোনের বিকল্প তৈরি হবে। গ্রামাঞ্চলে এখনো মাঠ আছে, কিন্তু সেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের সচেতনতা দরকার যাতে শিশুরা টিকটক বানানোর বদলে ফুটবল বা ক্রিকেটে মেতে ওঠে। তৃতীয়ত, শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতরেই সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, স্কুল ও কলেজগুলোও অনলাইন ক্লাসের জন্য ফোন ব্যবহার বাধ্যতামূলক করছে। শিক্ষার্থীরা ক্লাসের বাইরে গিয়েই অন্য কাজে মোবাইল ব্যবহার শুরু করে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকরা অভিভাবকদের সাথে সমন্বয় করে শিশুদের ফোন ব্যবহারের সীমা নির্ধারণ করতে পারেন।

এছাড়া শ্রেণিকক্ষে প্রযুক্তি-ভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি বই পড়ার অভ্যাস ও আলোচনা সভা আয়োজন করা যেতে পারে।

চতুর্থত, পারিবারিক সান্নিধ্য ও বন্ধনের জায়গাটি জোরদার করা জরুরি। অনেক শিশুই একাকিত্ব থেকে ফোনে আসক্ত হয়ে পড়ে। বাবা-মা যদি প্রতিদিন অন্তত কিছু সময় সন্তানের সাথে গল্প করে, খেলায় অংশ নেয় বা তাদের কথা শোনে, তবে শিশুরা ফোনের বদলে মানুষের সান্নিধ্যে আনন্দ খুঁজে পাবে। মজার বিষয় হলো, ২০২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরিপে দেখা গেছে–যেসব পরিবারে বাবা-মা সন্তানকে নিয়মিত সময় দেন, সেখানে শিশুর স্মার্টফোন ব্যবহার গড়ে ৪০% কম।

অন্যদিকে, স্থানীয় সমাজকেও দায়িত্ব নিতে হবে। একটি পাড়া-মহল্লায় যদি নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বইমেলা বা খেলাধুলার টুর্নামেন্ট আয়োজন হয়, তবে শিশুরা স্মার্টফোন ছাড়াই আনন্দ খুঁজে নিতে পারবে। জামালপুর, কুমিল্লা কিংবা রাজশাহীর বিভিন্ন এলাকায় ইতোমধ্যে কিছু এনজিও এ ধরণের উদ্যোগ নিয়েছে এবং তা বেশ ফলপ্রসূ হয়েছে।

তবে সবকিছুর মূল কথা হলো–নিষেধাজ্ঞা নয়, নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা। সন্তানকে পুরোপুরি ফোন থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়, কারণ এ যুগের শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগের জন্য প্রযুক্তি অপরিহার্য। তাই তাদের শিখিয়ে দিতে হবে কোন কন্টেন্ট তাদের জন্য উপকারী আর কোনটা ক্ষতিকর। এর জন্য পরিবারে খোলামেলা আলোচনা, বয়স অনুযায়ী পরামর্শ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা অপরিহার্য।

শেষ পর্যন্ত বিষয়টি দাঁড়ায় মানসিক ও সামাজিক ভারসাম্যের ওপর। যদি আমরা পরিবারে ফোন ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আনতে পারি, বিকল্প বিনোদনের ব্যবস্থা করি এবং সন্তানকে যথেষ্ট সান্নিধ্য দিই, তবে স্মার্টফোন আসক্তি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। সন্তানরা যেন বাস্তব জীবনের খেলা, বই, সংস্কৃতি ও মানুষের সাথে সম্পর্কের আনন্দ খুঁজে পায়–এ দায়িত্ব শুধু মা-বাবার নয়, পুরো সমাজের। আজকের শিশু যদি ভারসাম্যপূর্ণভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার শিখে বেড়ে ওঠে, তবেই তারা হবে আগামী দিনের আলোকিত মানুষ।

লেখক, মোহাম্মদ আলী
সম্পাদক, সাপ্তাহিক মুক্তকাল
muhammedalieng@gmail.com

চায়ের কাপে মৌমাছি

এস.এম. শওকত আলী

আনমনা হয়ে চায়ে চুমুক দিয়েই যাচ্ছি!

রংচাটা-অনেক বেশি পাতলা করে কাটা আদাগুলো দোল খাচ্ছে বারংবার। প্রায়, আস্ত একটা তেজপাতাও রয়েছে সাথে,

যেন; রক্তের নদীতে তারা আনন্দে দিশেহারা এবং খেলায় মেতে উঠেছে। কিছুক্ষণ পরেই যে ভিন্ন একটা গ্রহে উপনীত হয়ে নিজের অস্তিত্বের বিলীন হতে যাচ্ছে সেটা কি আর বুঝতে পারছে তারা? চুমুকটি দেওয়ার সাথে সাথেই কয়েকজন নাই হয়ে যাবে।

ও হ্যাঁ, কেন্নে বুঝবে-ওরা তো জড়।

যা হোক,

আবার চায়ে চুমুক দেওয়ার পালা আসলো- ততক্ষণাৎ, খেয়াল করি একটা মৌমাছির আগমন। গুণগুণিয়ে নেচে কোথা হতে না-জানি নাচতে নাচতে মৌমাছিটি এসে রঙিলা কাপের আউটসাইডে যেখানে ঠোঁট লাগিয়ে চুমুক দিচ্ছিলাম তার ঠিক পাশে এসে বসলো।

একটু আঁতকে উঠে পরক্ষণেই স্থিরতা পেলাম। ওইযে, যে অংশটাতে চুমুক দিয়েছি ওখানেই ধীরে ধীরে চলে আসল। পরে বুঝতে পারলাম ও মধু না পেয়ে চিনি খেতে এসেছে। ঢাকা শহরে সে মধু কোথা থেকে আহরণ করবে? এখানে তো সবুজ গাছপালা,ঘাস-লতাপাতা নেই যে, তারা মধু সংগ্রহ করবে। সেজন্য তাকে নাখালপাড়া রেলগেটে এবং কি আমার চায়ের কাপের উপরেই



বসতে হলো। টিউশনে যাবার পূর্বমূহুর্তে একটু বসছিলাম, চা খেতে হলো, তাই অর্ডার দিলাম টংচার ফ্লেভার নিতে। নাখালপাড়া রেলগেট এখন জনবহুল জায়গা। লোকে লোকারণ্য থাকে বিশেষ করে বিকেল বেলা, সন্ধ্যার প্রাক্কালে। যাহোক বলতেছিলাম -মৌমাছিটি কাপের ঠোঁট লাগিয়ে চুমুক দেওয়ার ওই মিষ্টান্ন জলীয় অংশটুকুতে বসে চিনির স্বাদ গ্রহণ করছিল, আমি অনুভব করার চেষ্টা করছিলাম।

ভাবছি, আর ভাবছি...ও আর কি করতে পারে! ভয়ও পাচ্ছি অল্প পরিসরে, কেননা, একটা কামড় বসিয়ে দিলে কিছু তো আর করার থাকবে না। মৌমাছি বলে কথা। মৌমাছির হুল, হ্যাঁ, মৌমাছির হুল থেকে দেহে ভেনম নামক বিষাক্ত পদার্থ ঢুকে। যার দরুণ: ফুলে যাওয়া, ব্যথা, হালকা চুলকায়,লালচে ভাব হয়। চুন (Ca(OH)2)এতে কাজে দেয় ।কিভাবে কাজ করে চুন? হ্যাঁ বলছি, হুল = এসিড আর চুন = ক্ষার, তাই একত্র হলে এসিড, ক্ষার বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন হয়। এতে এসিডিটি কমতে থাকে ফলে, ব্যাথা প্রশমিত হয়। মৌমাছি চলে গেলে দ্রুত মৌমাছি বসার স্থানটি পরিষ্কার করে তার পাশের অংশে ঠোঁট স্থাপন করে ঘনঘন চুমুকে শেষ করে ফেলি সম্পূর্ণ চা। প্রায় ২০০ গ্রামের মতো চা খেলাম। ফ্রেশ লাগলো, রিফ্রেশমেন্টটা দারুণ ছিলো। আদাযুক্ত চা বেশ উপকারী!

এমএসসি অধ্যয়রনরত শিক্ষার্থী

শিশুর মস্তিষ্ক,মায়ের গর্ভ

বাংলাদেশের বাস্তবতা ও সম্ভাবনা

সামিয়া তাবাসসুম

একটি শিশুর জন্ম মানে শুধু পরিবারের নতুন সদস্য নয়, বরং একটি সমাজ ও জাতির ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যতের ভিত্তি গড়ে ওঠে গর্ভের ভেতরেই। গবেষণা বলছে, শিশুর মস্তিষ্কের প্রায় ৮০ শতাংশ বিকাশ সম্পন্ন হয় জন্মের আগেই। তাই প্রি-প্রেগন্যান্সি থেকে শুরু করে পুরো গর্ভকালীন সময়কে বলা হয় Brain Development Window যা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে গড়ে ওঠে একটি সুস্থ, বুদ্ধিমান ও পরিপূর্ণ প্রজন্ম।

প্রি-প্রেগন্যান্সি: ভবিষ্যতের ভিত্তি

The Lancet জানিয়েছে, গর্ভধারণের আগেই ফোলিক অ্যাসিড খাওয়া শুরু করলে শিশুর নিউরাল টিউব ডিফেক্ট ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। অথচ বাংলাদেশে অনেক নারী প্রি-প্রেগন্যান্সি পর্যায়ে ফোলিক অ্যাসিড সম্পর্কে জানেনই না, ফলে শিশুর মস্তিষ্কের প্রাথমিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। National Institute of Child Health এর তথ্য অনুযায়ী, দীর্ঘমেয়াদি মানসিক চাপ ও দারিদ্র?্য থেকে আসা উদ্বেগ মায়ের শরীরে কর্টিসল হরমোন বাড়িয়ে দেয়, যা ভ্রূণের মস্তিষ্কের কোষের সংযোগকে দুর্বল করে। বাংলাদেশে নিম্নবিত্ত নারীরা আর্থিক ও সামাজিক চাপের কারণে সবচেয়ে বেশি এ ঝুঁকিতে থাকেন। এপিজেনেটিক গবেষণা দেখাচ্ছে, মায়ের জীবনযাত্রা–খাদ্য, ঘুম, আবেগ–শিশুর জিনের কার্যকারিতা পর্যন্ত বদলে দিতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে এখনো অনেক নারী পর্যাপ্ত ঘুম বা মানসিক শান্তির পরিবেশ পান না।

গর্ভকালীন মস্তিষ্ক বিকাশ: ধাপে ধাপে

প্রথম ত্রৈমাসিক: ভ্রূণের নিউরাল টিউব গড়ে ওঠে। এ সময় ফোলিক অ্যাসিড না খেলে শিশুর আজীবন স্নায়বিক জটিলতা হতে পারে। বাংলাদেশে প্রায় ৬০% গর্ভবতী নারী নিয়মিত ফোলিক অ্যাসিড খান না–এ তথ্য জনস্বাস্থ্য জরিপেই উঠে এসেছে।

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক: প্রতি মিনিটে গড়ে ওঠে প্রায় ২,৫০,০০০ নিউরন। অথচ আমাদের দেশে অনেক মা তখনও বুঝতেই পারেন না নিয়মিত চেকআপ কতটা গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামে-গঞ্জে অনেক নারী শুধু আল্ট্রাসাউন্ডকেই চিকিৎসা মনে করেন, কিন্তু সঠিক সাপ্লিমেন্ট নেন না।



তৃতীয় ত্রৈমাসিক: এ সময় ভ্রূণ বাইরের শব্দ চিনতে শেখে। গবেষণা বলছে, মায়ের কণ্ঠস্বর বা গল্প বলার প্রভাব জন্মের পরও থেকে যায়। কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশে অধিকাংশ মা গর্ভকালীন মানসিক চাপ, পারিবারিক সহিংসতা বা একাকীত্বের মধ্যে থাকেন, যা শিশুর আবেগিক বিকাশে বাধা দেয়।

বাংলাদেশের বাস্তবতা: অবহেলা ও চ্যালেঞ্জ

ফোলিক অ্যাসিড গ্রহণে অনীহা: এখনও গ্রামীণ নারীরা মনে করেন গর্ভাবস্থায় ওষুধ খাওয়া ক্ষতিকর। এর ফলে শিশু জন্ম নেয় মস্তিষ্ক ও স্নায়বিক ত্রুটি নিয়ে।

নিয়মিত চেকআপের অভাব: সরকারি স্বাস্থ্যসেবা থাকলেও অনেক মা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় হাসপাতালে যান না। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে মাত্র ৩৭% মা গর্ভাবস্থায় নিয়মিত চেকআপ করেন।

মানসিক স্বাস্থ্য অবহেলা: সমাজে গর্ভবতী মায়ের মানসিক চাপ বা ডিপ্রেশনকে প্রায় কেউই গুরুত্ব দেন না। অথচ এগুলো ভ্রূণের মস্তিষ্কে দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সামাজিক কুসংস্কার: অনেক পরিবারে এখনো গর্ভবতী মাকে বলা হয় "শুধু খাও, বিশ্রাম নাও"–কিন্তু কী খাওয়া, কীভাবে বিশ্রাম নেওয়া বা মানসিক যত্ন কতটা জরুরি, তা বোঝানো হয় না।

"প্রথম ১,০০০ দিন": হাতছাড়া হওয়ার ঝুঁকি

শিশুর জীবনের প্রথম ১,০০০ দিন–অর্থাৎ গর্ভধারণ থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত–হল মস্তিষ্ক বিকাশের সোনালী সময়। কিন্তু বাংলাদেশে দারিদ্র?্য, পুষ্টিহীনতা ও সচেতনতার অভাবে বহু শিশু এই সময় পর্যাপ্ত যত্ন পায় না। ফলে স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই তারা শিখনক্ষমতায় পিছিয়ে পড়ে, আর পরবর্তীতে তা কাটিয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়।

গবেষণা বারবার প্রমাণ করছে, শিশুর বুদ্ধ

দুই প্রধানের দ্বন্দ্বে ব্রাইট স্কুল

উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে দূরত্ব মাত্র ১৫০ গজ, যা স্পষ্টতই নীতিমালাবিরোধী।
এ বিষয়ে ব্রাইট স্কুলের পরিচালক ইসমাইল হোসেন সিরাজী জানান,
“আমার প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে এখানে ৫০০'রও বেশি শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। বছরের শেষ সময়ে হঠাৎ করে স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে এসব শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। আমাদের স্কুলগুলো মূলত কিন্ডারগার্টেন ভিত্তিক, সরকারি বা বেসরকারি স্কুলের আওতাভুক্ত নয়। বকশীগঞ্জে আরও অনেক স্কুল একইভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে এতগুলো শিক্ষার্থীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা উচিত নয়। আমি এর একটি সুন্দর ও স্থায়ী সমাধান চাই।”
শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীরাও এই পরিস্থিতিতে হতাশ। অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী শ্রাবনী আক্তার দুঃখ প্রকাশ করে বলেন,
“আমরা এখানে অনেক ভালোভাবে পড়াশোনা করছি। স্কুল বন্ধের খবর শুনে আমরা মর্মাহত।”
দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী সোহাগও একই শঙ্কা প্রকাশ করে বলেন,
“আমাদের পরীক্ষা সামনে, এখন স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে আমরা বিপদে পড়ে যাব।”
সহকারী শিক্ষক আফরিন খানম লিসা বলেন,
“বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মানসম্পন্ন শিক্ষা দিয়ে আসছে। আমাদের অনেক শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করেছে। ২০২৪ সালে ৯ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে, আর ২০২৫ সালে একজন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ অর্জন করেছে। এসব কৃতিত্বই প্রমাণ করে আমাদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান।”
অন্যদিকে, নগর মামুদ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মামুনুর রশিদ বলেন,
“প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে ব্রাইট স্কুল এখনো কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।”
স্থানীয় অভিভাবক ও সাধারণ মানুষ মনে করছেন, ব্যক্তিগত বিরোধের কারণে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। তাই তারা সমস্যাটির স্থায়ী ও গ্রহণযোগ্য সমাধান চান।

মেলান্দহে ধর্ষণের অভিযোগে

দিনে বাড়ির বাইরে লোকজন কম থাকায় পান খাওয়ার ছলে বানু মিয়া তার স্ত্রীকে মুখ চেপে ধরে ধর্ষণ করেন। ঘটনার পরদিন রাতে স্থানীয় কতিপয় বিষয়টি মীমাংসার নামে হাত ধরে মাফ নিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করেন। ভুক্তভোগী পরিবারকে আইনি পদক্ষেপ না নিতে চাপ প্রয়োগ করা হয়। পরে বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনের নজরে আসলে অভিযুক্ত ইউপি সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ বিষয়ে মেলান্দহ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম জানান, প্রাথমিক অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার (১৭ আগস্ট) বিকেল ৫টার দিকে মেলান্দহ বাজার থেকে বানু মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মাদারগঞ্জে মৃত প্রায় মৃৎশিল্প

পাল,সূর্য্যনাথ সেন,চঞ্চল ও বিষ্ণ পালের কাছে জানা গেছে
“সীমিত আকারে হলেও আমাদের বাপ-দাদার এই পেশা ধরে রাখতেই হবে। কিছু আইটেম এখনো চলমান। এই চাহিদা পুরণ করতে সহজেই ছেড়ে দেয়া যাচ্ছেনা”। উল্লেখ্য,এই স্বল্প আয়ের পেশা জীবিদের ঘর-সংসারের খরচপাতি না চলায় ইতিমধ্যেই একেক জনে একেক পেশা বেছে নিয়েছে।
এই মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান এঁটেল মাটি। এই মাটি যত্রতত্র পাওয়া বিরল। আগের যুগে এই মাটি পাওয়া যেতোমাদারগঞ্জের
নিচু এলাকায় ভুরভুরা বিল,কৈয়ের বিল,চতল বিলসহ বিভিন্ন আগার-পাগারে। এখন সেখানে অন্য মাটির স্তরে ভরাট। এবং কোনো বিলের অস্তিত্বই নেই,ফসলি জমি কিংবা বসত বাড়িতে ভরপুর।
অন্য জায়গা থেকে এই মাটি আনতে উচ্চ মূল্যে পরিবহন খরচের মাশুল গুনতে হচ্ছে। আর এই তৈরিকৃত দ্রব্যাদি পোড়াতে বাঁশের পাতা বিভিন্ন গাছের পাতা এবং খড়ের প্রয়োজন। এই জ্বালানিও এখন দুস্প্রাপ্য।
সে ক্ষেত্রে তাদের অর্থযোগান-সরকারি ক্ষুদ্র ঋণ সহায়ক হলে এই সীমিত মৃৎশিল্পের আশু মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব।
লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক

সাবেক এমপি আবুল কালাম

নিয়ে সংসদ নির্বাচিত হন সাবেক মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ। সাবেক এমপির ব্যক্তিগত সহকারীর দাপট দেখিয়ে বিভিন্ন অপকর্ম করেছেন মিজানুর রহমান। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে মিজানুর রহমান আত্মগোপনে ছিলেন। রোববার (১৭ আগস্ট) দিবাগত রাতে জামালপুর পৌর শহরের জিগাতলা এলাকায় সরকারি জাহেদা সফির মহিলা কলেজ গেটের সামনে থেকে তাকে আটক করে পুলিশ।
তাকে জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠায় জামালপুর সদর থানা পুলিশ। পরে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। জামালপুর সদর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু ফয়সল মো. আতিক জানান, ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হামলার মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে মিজানুরকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
উল্লেখ, সাবেক এমপি ও সাবেক মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকে একাধিক মামলায় কারাগারে রয়েছেন।

বকশীগঞ্জে জমি দখল ও হত্যার

করে দীর্ঘদিন পরিবার নিয়ে বসবাস করছি। তবে আমার স্ত্রী শাহানাজ বেগম ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসার জন্য রাজশাহীতে থাকাকালে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট রাতের আঁধারে আবদুর রহমানের তিন ছেলে মতিউর রহমান, আনোয়ার হোসেন ও আশরাফুল ইসলাম আমার জমি জোরপূর্বক দখল করে নেয়।”
তিনি আরও জানান, “আমি বাড়ি ফিরে গেলে আমাকে জোরপূর্বক বের করে দেওয়া হয় এবং হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। এমনকি ভাড়াটিয়াদেরও ঘর ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। বর্তমানে পরিবার মানবেতর জীবনযাপন করছে।”
সংবাদ সম্মেলনে তিনি প্রশাসনের কাছে দখল হওয়া জমি ফিরিয়ে দেওয়ার এবং পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। সংবাদ সম্মেলনে তার স্ত্রী শাহানাজ বেগম ও স্থানীয় সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সরিষাবাড়ীতে অস্ত্র ও ইয়াবাসহ

অভিযুক্তরা পালানোর চেষ্টা করলে তিনজনকে হাতেনাতে ধরা হয়।
তল্লাশিতে একটি লোহার ছুরি (প্লাস্টিক বাটযুক্ত), দুটি চাপাতি, ১০ পিস ইয়াবা এবং নগদ ৫০ হাজার ১০০ টাকা জব্দ করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা অস্ত্র ও মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।
আটকের সময় ধস্তাধস্তিতে তিনজন সামান্য আহত হলে তাদের সরিষাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়।
এ ঘটনায় অস্ত্র আইন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সরিষাবাড়ী থানার ওসি মো. রাশেদুল হাসান রাশেদ জানান, আটকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

আ.লীগ কর্মীর বাড়িতে মিলল

আমতলী বাজারের আওয়ামী লীগ কর্মী টারজানের ভাড়া বাড়ির একটি তালাবদ্ধ কক্ষ থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকলে সন্দেহ হয়। পরে দরজা ভেঙে ভেতরে গিয়ে ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান তারা এবং পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
ইসলামপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আ ফ ম আতিকুর রহমান দ্য ডেইলি ক্যাম্পাসকে জানান, প্রাথমিক তদন্তে পারিবারিক দ্বন্দ্বের জেরে অটল আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, মৃত ব্যক্তি একটি চিরকুট লিখে গেছেন, যা আত্মহত্যার সঙ্গে সম্পৃক্ততার প্রমাণ হিসেবে পাওয়া গেছে।

বকশীগঞ্জে জাতীয় মৎস্য

থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) খন্দকার শাকের আহমেদ, উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জিএম ফাতিউল হাফিজ বাবু, সাংবাদিক রাশেদুল ইসলাম রনি, মডেল প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আল মুজাহিদ বাবু ও সাংবাদিক রকিবুল হাসান বিদ্রোহী।
এ ছাড়া মৎস্যজীবী মানিক দাস, কমল মিয়াসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, গণমাধ্যমকর্মী এবং বিভিন্ন ইউনিয়নের মৎস্য চাষিরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।
আলোচনা সভায় বক্তারা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মাছ চাষের ভূমিকা ও সম্ভাবনা তুলে ধরেন। তারা মাছ চাষে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, পোনা অবমুক্তকরণ, মৎস্য সম্পদ রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণে মৎস্য খাতের অবদানের কথা তুলে ধরেন।
আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারী মৎস্য চাষিদের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যবহুল বুকলেট বিতরণ করা হয়।

বকশীগঞ্জে বিএনপির মতবিনিময়

মানিক সওদাগর এবং সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম প্রিন্স।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি এডভোকেট মোকাম্মেল হক, মোতালেব সরকার, আক্তার হোসেন মাস্টার, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক বজলুর রশীদ, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নওশেদ আলী, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জুবাইদুল ইসলাম শামীম, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আতিকুর রহমান তুলনসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
সভায় বক্তারা বলেন, বিএনপি হলো জনগণের দল। এ দলকে আরও জনবান্ধব ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। জনগণের অধিকার আদায়ে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে এবং দলীয় কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তারা।
সভা শেষে উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান তালুকদার-এর দ্রুত রোগমুক্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।
পরে উপস্থিত নেতাকর্মীরা একে অপরকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।
নবগঠিত কমিটির এই মতবিনিময় সভাকে ঘিরে উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে।

স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে

আনিসুজ্জামান গামা পিপি, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম তালুকদার শাকিল, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শাজাহান পারভেজ শাহিন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ভাটি সাইফুল ও কোষাধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান মিন্টু।
এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আশিকুর রহমান তোলন, সাধারণ সম্পাদক শহিদুর রহমান দুলাল, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শেখ রহমত আলী, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজানসহ অন্যান্য নেতারা। বক্তারা দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় স্বেচ্ছাসেবক দলের ভূমিকা ও সংগ্রামকে আরও বেগবান করার আহ্বান জানান। এরপর মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

সরিষাবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায়

সান শাইন ল্যাবরেটরি স্কুলের মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, করবাড়ি মোড় এলাকায় মোর্শেদের দোকানের সামনে অটোভ্যানের সঙ্গে কাঠবাহী পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষ হলে অটোভ্যানে থাকা সঞ্চয় পিকআপ ভ্যানের কাঠের আঘাতে গুরুতর আহত হয়।
স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায়।
খবর পেয়ে সরিষাবাড়ী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সরিষাবাড়ীতে জাতীয় মৎস্য

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) লিজা রিছিল, থানার ওসি মো. রাশেদুল হাসান রাশেদ, কৃষি কর্মকর্তা অনুপ সিংহ, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা শওকত জামিল ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান। এ ছাড়াও মৎস্য উদ্যোক্তা মো. ফয়জুর রহমান সোহেল ও মৎস্যজীবী বদিউজ্জামান বদিও বক্তব্য রাখেন। শেষে মৎস্য খাতে বিশেষ অবদানের জন্য কয়েকজনকে পুরস্কৃত করা হয় এবং উপজেলা পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয় অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মকর্তা, মৎস্য উদ্যোক্তা, মৎস্যজীবী ও স্থানীয় সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মাদারগঞ্জে সেলাই মেশিন

বোছা মোল্লার ছেলে সৈয়দুজ্জামান এবং রবিউল ইসলামের ছেলে ফয়সাল।
অনুষ্ঠানে সমাজসেবা অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, উপকারভোগী ও তাদের অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

মাদারগঞ্জে মৎস্য সপ্তাহের র‍্যালি

তমাল, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান, মাদারগঞ্জ প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি এস এম হুমায়ুন কবির, উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও মৎস্যজীবী শেখ মো. ইব্রাহিম প্রমুখ।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা মৎস্য অফিসের এফ.এ শেখ আল আমিন।
পরে তিনজন সফল মৎস্যজীবীর মাঝে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

ভাঙ্গনের কবলে সাধুরপাড়া ও

স্থাপনা হুমকির মুখে। শিগগিরই ডাম্পিং শুরু না হলে পাঁচটি গ্রাম পুরোপুরি বিলীন হয়ে যাবে। এজন্য আমরা জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করছি।” বকশীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মাসুদ রানা বলেন, “সাধুরপাড়া ও মেরুরচর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় ভাঙনের খবর পেয়েছি। যেসব পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সহায়তা করা হবে। পাশাপাশি ভাঙন রোধে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বকশীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির

আলহাজ আব্দুল্লাহ আল হেলাল, আলহাজ আক্তারুজ্জামান, জাহাঙ্গীর আলম পুলক, গাজীউর রহমান মোল্লা, আব্দুর রউফ মাস্টার।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: রফিকুল ইসলাম কারী, মমতাজুর রহমান, গোলাম রসুল সেতু
কোষাধ্যক্ষ: সিরাজুল ইসলাম সাজু
সাংগঠনিক সম্পাদক: ময়নুর হোসেন সম্পদ, জাহিদুল ইসলাম জাহিদ
দপ্তর সম্পাদক: অধ্যাপক বজলুর রশিদ
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক: রাশেদুজ্জামান সোনা মিয়া
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক: কমান্ডার নওশেদ আলী
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক: জুলেখা খাতুন
যুব বিষয়ক সম্পাদক: বিপ্লব সওদাগর
ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক: জুবাইদুল ইসলাম শামিম
শ্রম বিষয়ক সম্পাদক: শফিউল আলম
স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক: আশিকুর রহমান তুলন
প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক: প্রভাষক রুস্তম আলী
তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক: ইঞ্জিনিয়ার মনিরুল ইসলাম
প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক: প্রভাষক এসএম শওকত হোসেন লেলিন
স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক: খাইরুল কবির খোকন
ক্ষুদ্রঋণ ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক: শেখ ফরিদ
ত্রাণ বিষয়ক সম্পাদক: আবুল বাশার
মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক: হুমায়ুন আহমেদ
স্থানীয় বিষয়ক সম্পাদক: জুবায়ের ইসলাম জুয়েল
ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক: মাওলানা রুহুল আমীন
ক্রীড়া সম্পাদক: সাইফুল ইসলাম দাদা
মৎস্যজীবি ও উপজাতীয় বিষয়ক সম্পাদক: আসাদ আলী
কমিটির অন্যান্য সহ-সম্পাদক ও সম্মানিত সদস্যদের তালিকাও রয়েছে।
জানা গেছে, জামালপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ফরিদুল কবির তালুকদার শামীম ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ওয়ারেছ আলী মামুন এই কমিটির অনুমোদন দিয়েছে।

মাদারগঞ্জে গলায়

মেয়ে অচেতন হয়ে পড়ে আছে। হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়।”
শিশুর নানা আব্দুস সালাম মণ্ডল বলেন, “সকালে খেলতে খেলতেই গলায় বল আটকে যায়। আমরা কিছুতেই বের করতে পারিনি। এভাবেই আমার নাতনিকে হারাতে হলো।” মাদারগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. আবু রায়হান জানান, “শিশুটিকে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হাসপাতালে আনা হয়। পরিবারের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি খেলনা বল গলায় আটকে গেছে। পরীক্ষা করে দেখি বলটি অনেকটা ভেতরে চলে গেছে, এখান থেকে বের করা সম্ভব নয়। তাই দ্রুত জামালপুরে রেফার্ড করা হয়।”
তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, “শিশুদের হাতে কখনোই ছোট ও বিপজ্জনক খেলনা দেওয়া উচিত নয়। এগুলো প্রাণঘাতী ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।”

মাদারগঞ্জে গণঅধিকার পরিষদের

৪টায় উপজেলার জোনাইল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এই ম্যাচে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মাদারগঞ্জ মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ সাইফুল্লাহ সাইফ। সভাপতিত্ব করেন গণঅধিকার পরিষদ মাদারগঞ্জ শাখার আহ্বায়ক মোহাম্মদ হামিদুর রহমান। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সদস্য সচিব মোঃ জিল্লুর রহমান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মোঃ ইকবাল হোসেন, সভাপতি, গণঅধিকার পরিষদ জামালপুর জেলা শাখা।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-
আরিফুল ইসলাম তুহিন, সহ-সভাপতি, গণঅধিকার পরিষদ জামালপুর জেলা,
মোঃ লিটন মিয়া, সভাপতি, যুব অধিকার পরিষদ জামালপুর জেলা।
মোঃ রুবেল রানা, যুগ্ম আহ্বায়ক, গণঅধিকার পরিষদ মাদারগঞ্জ।
মোঃ আপেল মাহমুদ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক, গণঅধিকার পরিষদ মাদারগঞ্জ।
মোঃ নজরুল ইসলাম জামালী, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব, গণঅধিকার পরিষদ মাদারগঞ্জ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মোঃ রুবেল রানা, গণঅধিকার পরিষদের মনোনীত সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী (মাদারগঞ্জ-মেলান্দহ) আসন থেকে।
তিনি বলেন-ক্রীড়ায় শক্তি, ক্রীড়ায় বল–মাদক ছেড়ে মাঠে চল। বর্তমান যুব সমাজ মোবাইল ও প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহারে মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাদের মাঠমুখী করতেই এই আয়োজন।
ফাইনাল খেলায় মাদারগঞ্জ মডেল থানা দল বিজয় অর্জন করে।
খেলা দেখতে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন এবং আশপাশের এলাকা থেকে আসেন বিপুলসংখ্যক দর্শক। মাঠজুড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ।
খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ

বকশীগঞ্জে দুই বাড়ি থেকে ১৬০

কমিশনার (ভূমি) আসমা উল হোসনা বলেন, “জব্দ করা চালগুলো বর্তমানে পুলিশি হেফাজতে রাখা হয়েছে। কাউকে আটক করা সম্ভব না হওয়ায় তাৎক্ষণিক মামলা হয়নি, তবে তদন্ত চলছে এবং আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।” স্থানীয়রা ধারণা করছেন, এগুলো হতদরিদ্রদের জন্য বরাদ্দকৃত ভিজিডি বা টিসিবির খাদ্য সহায়তার চাল হতে পারে। এ বিষয়ে উপজেলা প্রশাসন আরও তদন্ত শুরু করেছে।

দীর্ঘ ৮ বছর পর জামালপুর

একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। দীর্ঘ আট বছর পর জামালপুর জেলা বিএনপি নতুন নেতৃত্ব পেলো। এই নেতৃত্ব শুধুমাত্র পদ-পদবি নয়, বরং এটি জনগণের আস্থা ও ভালোবাসার প্রতীক। আমরা প্রতিজ্ঞা করছি জামালপুরের প্রতিটি ইউনিয়ন, প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি ওয়ার্ডে বিএনপির পতাকা আরও উঁচুতে ওড়াতে আমরা নিরলসভাবে কাজ করব। জনগণের ভোটাধিকার, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির আন্দোলনে আমরা সামনের সারিতে থাকব। বিএনপি কখনো ভয় পায়নি, ভবিষ্যতেও ভয় পাবে না। এই ঐক্যবদ্ধ শক্তি দিয়েই আমরা আগামী দিনের গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলব।

পুলিশের ওপর হামলা করে মাদক

সংবাদের ভিত্তিতে গত শনিবার রাত পৌনে ১০টায় বাংলা বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩৩ পিস ইয়াবাসহ তাকে আটক করে পুলিশ।
এ সময় ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদের নেতৃত্বে দলীয় কর্মীরা পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে নাছিরকে ছিনিয়ে নেয়। হামলায় এএসআই মুজিবুর রহমান ও এএসআই নাইমুর রহমান আহত হয়ে মাদারগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন।
পরে এসআই হাসিব আল মাহফুজ বাদী হয়ে সরকারি কাজে বাধা, পুলিশে হামলা ও আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ১৪৩/৩৪১/৩৫৩/৩৩২/১৮৬/৩৪ ধারায় মামলা দায়ের করেন। মামলায় ৮ জনের নাম উল্লেখসহ ৬০-৭০ জন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আসামি করা হয়।
পুলিশ রাতভর অভিযান চালিয়ে এরমধ্যে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠিয়েছে।
তারা হলেন- আজিজুল হক বাবু (৩২), রাসেল (৩৪), স্বপন (২৮), সুজা মন্ডল (৫৫) ও আবু সাইদ (৩৫)। ওসি সাইফুল্লাহ সাইফ বলেন, মাদক ব্যবসায়ীকে ছাড়িয়ে নেওয়ার ঘটনায় বিএনপি নেতার সম্পৃক্ততা স্পষ্ট। ভিডিও ফুটেজ দেখে আসামিদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত অন্যদেরও দ্রুত গ্রেফতার করা হবে।

বকশীগঞ্জে টিসিবির চাল জব্দ:

উল হুসনা পুলিশসহ অভিযান চালিয়ে একটি ট্রলি ও চালগুলো জব্দ করেন।
৩০ কেজি করে বস্তাভর্তি চালগুলো বগারচর ইউনিয়নের টিসিবির সুবিধাভোগীদের কাছে বিতরণের কথা ছিল।
স্থানীয়দের ধারণা, ডিলার বিকাশ এন্টারপ্রাইজের প্রতিনিধি মাহমুদুর রহমান লাবু এসব চাল কালোবাজারে বিক্রির জন্য গোপন স্থানে রেখেছিলেন।
তবে মাহমুদুর রহমান লাবুর দাবি, ট্রলি বিকল হওয়ায় বাধ্য হয়ে চালগুলো বাড়িতে রাখা হয়েছিল।
বকশীগঞ্জ থানার ওসি জানান, অভিযুক্ত আল আমিন ও সাদ্দাম হোসেন ছাড়াও অজ্ঞাত আরও ১০ জনের নামে মামলা দায়ের হয়েছে।

জোনাকি ও জোসনার সাথে

কি হয় আমি জানি। বোধকরি আপনারাও জানেন। তাই সেদিকে আর মনোযোগ দেওয়ার আগ্রহ থাকল না। ট্রেন চলছে। একটু পর থামল জাফরশাহী স্টেশনে। জাফরশাহী নামটা দারুণ। খুব সুন্দর একটা আবহ আছে। এর নামকরণের ইতিহাস জানি না। জানতে হবে। এই স্টেশনটি বেশ লম্বা ও নিরিবিলি। ট্রেন আসলেই কেবল সামান্য ওঠা-নামার ব্যস্ততা দেখা মিলে। স্টেশনের পাশেই একটা ছোট টিনের মসজিদ। তার সামনেই দেখেছিলাম প্রকারও এক কৃষ্ণচূড়া গাছ। প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকা সেই কৃষ্ণচূড়ার ফুল যেন স্বাগত জানায় মুসল্লিদের। কৃষ্ণচূড়া গাছটি কি এখনো আছে?
ট্রেন বেশ গতি তুলেছে ততক্ষণে। ঠিক সময়েই এসে পৌঁছল জামালপুর রেলওয়ে স্টেশনে। বেশ আশাবাদী হলাম - সম্ভবত ট্রেন আজ ঠিক সময়েই পৌঁছাবে।
তবে ময়মনসিংহে গিয়ে বসে থাকতে হবে বলে অনুমান হচ্ছিল। যা সচরাচর ঘটে। আজ দেখা যাক। বাইরে তাকালাম। স্টেশনজুড়ে বিপ্লবের গ্রাফিতি। কত শত তরুণ তাদের ভাবনার কথা লেখে গেছে দেয়ালে দেয়ালে। কেউ লিখেছে - ঘুষ চাইলে ঘুষি। উপরেই লেখা - টিকিট কালোবাজারিকে থাপড়ান। কিন্তু বছর না যেতেই কালোবাজারিরাই উল্টো ট্রেনের দরজা থাপড়িয়ে ফের টিকিট কালোবাজারি শুরু করেছে বলে আমরা ওয়াকিফহাল! কী আশ্চর্য এক দেশ। রক্ত দিয়েও বদলানো যায় না! ট্রেন ছাড়ল আবার। মাথায় ঘুরছে জামালপুরের নানা স্মৃতি। দীর্ঘ কয়েকটা বছর এখানে কেটেছে। একটা বন্ধুমহল গড়ে উঠেছিল এই শহর ঘিরে। কে কোথায় আছে জানি না। কেউ কেউ আছে এখনও - তবে যোগাযোগ নেই। স্মৃতির শহর রাতের অন্ধকারের সাথে মিশে গেল একটু পরেই। স্মৃতিগুলোও যেন..! ট্রেনে ভিড় তেমন বেশি না। তবে বেশ গরম। পেছনের সিটের যাত্রীদের উপরের ফ্যানটা চলছে না। কর্তব্যরত একজনকে বলল, ঠিক করা যায় কি না। সে লাইটের সুইচটা দিল। চালু হল ফ্যান! বলল - আপনি তো সুইচ দেননি। লোকটা বলল - ওটাতে তো লেখা লাইটের সুইচ! পাশে যেতে থাকা টিটি হাসিমুখে বললেন - তো? লাইটের সুইচে ফ্যান চলা যাবে না? এটা বাংলাদেশ না? সবাই হেসে উঠল! আমি ফ্যান চলতে শুরু করাতেই খুশি হলাম।
কেউ এসে জিজ্ঞেস করলেন ভাই, এই বগির নাম কী? - বগি নাম্বার ঙ। জানালাম। তিনি বললেন ভুল বগিতে এসেছি! আমি বললাম ট্রেন ভুল হয়নি তো? হঠাৎ সংশয়ে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন - জামালপুর এক্সপ্রেস না? মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাতেই খুশি হয়ে বগি খুঁজতে চলে গেলেন তিনি। আমি চাইলাম একটু ঘুমাতে... চোখ বুজতেই কিসের ক্যাচালে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলাম। তৃতীয় লিঙ্গের দুইজন এসে টাকা তুলছেন। একজন বলছেন একবার দিয়েছি, আর দিতে পারব না, আরেক